রচনা

রচনার অংশগুলি চিন্‌তে পারা

এই খণ্ডের তিনটি পাঠে বাইবেল অধ্যয়নে সামগ্রিক পদ্ধতি আলোচনা করা হবে। হব্‌কুকের বইটি আমরা এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করব। সামগ্রিক পদ্ধতি কথাটি দেখে চম্‌কে উঠবেন না। এর অর্থ হোল একত্রে বা যুক্তভাবে পাঠ করা।

এই পাঠে এবং এর পরের পাঠে আপনি কয়েকটি অপরিচিত শব্দ পাবেন। এই শব্দগুলি মনে রাখতে না পারলে কিছুই যায় আসে না। সবচেয়ে বড় কথা হোল, এই শব্দগুলি যে ধারনা দেয় তা মনে রাখতে হবে। আর আপনি যদি এদের কয়েকটি শব্দ মনে রাখতে পারেন তবে খুবই ভাল হবে। এই পাঠগুলি হবে ভবিষ্যতে আপনার সব রকম বাইবেল অধ্যয়নের ভিত্তি। তাই প্রথমে এর প্রত্যেকটি বিষয় ভাল করে বুঝে নিন ও পরে নতুন বিষয়ের দিকে অগ্রসর হন।

পাঠের খসড়া

সামগ্রিক পদ্ধতি কি

রচনার মূলনীতিগুলি

সাহিত্যের প্রধান কয়েকটি দিক

তুলনা এবং পার্থক্য

পুনরুক্তি, পালা ক্রমিক পুনরুক্তি, ধারাবাহিকতা, দীর্ঘকরণ, চরম-পর্যায় এবং মূল বিষয় (বা কেন্দ্র বিন্দু)

সুনির্দ্দিষ্ট ভাব ও সাধারণ ভাব

কারণগত দিক ও সমর্থনগত দিক

সাহিত্যের অন্যান্য দিক

মাধ্যম

ব্যাখ্যা

প্রস্তুতি

সারমর্ম

প্রশ্ন

ঐক্য

প্রধান বিষয়

বিকিরণ

পাঠের লক্ষ্যগুলি ঃ

এই পাঠ শেষ করলে পর

* আপনি অধ্যয়নের জন্য সমগ্র বাইবেল বা সামগ্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারবেন এবং অধ্যয়নের সময় রচনার মূলনীতি গুলি চিন্‌তে পারবেন।

* এই পাঠে রচনার যে সমস্ত পদ্ধতি দেখান হয়েছে, তাদের প্রতিটি সংক্ষেপে বর্ণনা করতে পারবেন।
* অন্যদের কাছে আরো ভালভাবে বাইবেলের বাক্য বুঝিয়ে বলতে পারবেন।

শেখার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ ঃ

১। পাঠের ভূমিকা, পাঠের খসড়া এবং এর লক্ষ্যগুলি পড়ুন।

২। যে মূল শব্দগুলির অর্থ আপনি জানেন না সেগুলির অর্থ লিখুন।

৩। পাঠের বিস্তারিত বিবরণ পড়ুন। এর মধ্যেকার প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন।

৪। এই পাঠ পড়বার সময় হাতের কাছে আপনার নোট খাতা রাখুন। আপনি নিজের প্রয়োজনে এতে কোন কিছু লিখতে পারেন, কিন্তু সেগুলি বাদেও আরো কিছু বিষয় আপনাকে নোট খাতায় লিখতে হবে।

৫। হবককুকের বইটি নিজে পড়তে আরম্ভ করুন। আপনি যখন সপ্তম পাঠ পড়তে আরম্ভ করবেন, তখন আপনাকে একবারে সবটা বই (হবককুক) পড়তে হবে। আপনার যদি এইভাবে বাইবেল পড়বার অভ্যাস না থাকে, তবে, ছোট ছোট অংশ করে পড়তে আরম্ভ করুন। এর ফলে বাইবেলের বিভিন্ন শব্দ ও লেখার ধরণ ইত্যাদির সাথে পরিচিত হতে পারবেন।

৬। পাঠ শেষ করে পরীক্ষা নিন। ভালকরে আপনার লেখা উত্তর-গুলো পরীক্ষা করুন। কোন উত্তর ভুল লিখলে সে বিষয় আবার পড়ুন।

মূল শব্দাবলী

প্রত্নতত্ত্ববিদ্
কারণগত
সমর্থনগত

পালাক্রমিক, সামগ্রীক
চরমপর্য্যায়
দীর্ঘকরণ
জরীপ
স্বয়ংসম্পূর্ণ-

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

সমগ্র-বই পদ্ধতি কি

উদ্দেশ্য ১ ঃ বাইবেল অধ্যয়নে সমগ্র বই বা সামগ্রিক পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারা।

একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ যখন কোন এক জায়গায় প্রাচীন সভ্যতার চিহ্ন খোঁজ করবার জন্য খনন করতে যান, তখন তিনি প্রথমেই জায়গাটির একটা মোটামুটি, সাধারণ জরিপ করেন। তারপর সেই জায়গা খুড়ে সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়, এমন কি ধূলিকণার মত ছোট ছোট অংশও পরীক্ষা করেন। এইভাবেই তিনি অনেক কৌতুহল জনক বা মজার খবর জোগাড় করেন। প্রথমে তিনি নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে যান এবং ঐ স্থানটি জরিপ করেন। তারপর তিনি স্থানটিকে কয়েক-ভাগে ভাগ করেন। এইভাবে প্রথমে ভালমত জরিপ করে নেওয়ার পরেই বিস্তারিত খবরের জন্য খনন কাজ আরম্ভ করেন। প্রত্যেকটি জিনিষ তারা অতি যত্নের সাথে পরীক্ষা করেন, সেটির ছবি তোলেন ও সমস্ত বিষয় পুংখানুপুংখভাবে লিখে রাখেন। কিন্তু যেখানে অনু-সন্ধান কাজ চালাবেন, সেই স্থানটি যদি ভালভাবে মাপ ঝোপ বা জরিপ না করে, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কখনোই কাজে হাত বাড়ান না।

বাইবেল অধ্যয়নের সামগ্রিক পদ্ধতিটি প্রত্নতত্ত্ববিদের মোটামুটি বা সাধারণ জরিপ কাজের মত। ছাত্র, বাইবেলের যে বই অথবা প্রধান অংশটি পড়বেন, সেটিকে এক ও অখণ্ডরূপে ধরে নিলে তিনি শাস্ত্রীয় বিবরণের মধ্যে অনেক প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান অর্থ খুঁজে পাবেন।

মনে রাখবেন যে, সামগ্রিক অর্থ বলতে সমস্ত বিষয় একসংগে যুক্ত ভাবে দেখা বুঝায়। সামগ্রিক বা সমগ্র বই পদ্ধতি ব্যবহার করে আমরা বইটি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা পাই। বইয়ের একটি অংশ অধ্যয়নেও আমরা এই পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারি, তবে সেই অংশটিকে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ অংশ হতে হবে, যেমন গীতসংহিতার একটা গীত, অথবা পাহাড়ের উপরে দেওয়া যীশুর শিক্ষা)।

সামগ্রিক পদ্ধতির প্রথম ধাপ হোল সম্পূর্ণ বইটি পড়া। এই জন্য আমরা একটা ছোট বই বেছে নিয়েছি যেন আপনি একবারে

সবটা বই পড়তে পারেন। এই পদ্ধতি ব্যবহার করবার সময় আপনি যখন আবার বইটি পড়বেন, তখন এর মধ্যে বিশেষ তথ্য বা খবরের অনুসন্ধান করবেন। এই ভাবে তথ্যগুলি জোগাড় করে লিখে নেওয়ার পর, সেগুলির একটা খসড়া বা সংক্ষিপ্তসার তৈরী করবেন। আপনি একটি চার্ট বা তালিকা আকারেও এটি তৈরী করতে পারেন। যে ভাবেই করুন না কেন, এ থেকে বইটির মোট বিষয় বস্তু বা এর বার্ত্তা সম্পর্কে আপনি ভালভাবে বুঝতে পারবেন। তারপর একজন প্রত্নতত্ত্ববিদের মত বইটির সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করতে পারেন। আপনি দেখতে পাবেন যে ঈশ্বরের পবিত্র বাক্যের মধ্যে এত মূল্যবান ধন আছে, যা কখনো-ই শেষ হয়না। আপনি যতদিন বেঁচে থাকবেন, বাইবেলের একই বাক্যগুলি বার বার পড়তেও শেষ করতে পারবেন না। প্রতিবারই এ থেকে নূতন উৎসাহ পাবেন।

১। নীচের যে কথাগুলি সামগ্রিক পদ্ধতির বেলায় খাটে, সেগুলির পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

…ক) সমগ্র-বই পদ্ধতি।

…খ) মোটামুটি ধারণা।

…গ) সমস্ত খুঁটি নাটি বিষয় অধ্যয়ন।

…ঘ) সমস্ত বিষয়টি একত্রে বা একসংগে দেখা।

…ঙ) একত্রে যুক্ত করা।

…চ) বিস্তারিত বিবরণের জন্য খোঁজ করা।

২। সামগ্রিক পদ্ধতিটি ব্যবহার করবার সময় আপনার কাজ হবে-

…ক) সবটা বই পড়া, অধ্যায়গুলির নাম লেখা, এবং সবচেয়ে ভাল পদটি খুঁজে বের করা।

…খ) কোন কোন অংশ পড়া, প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে চিন্তা ও বিচার বিবেচনা করা, অন্যান্য অংশগুলির সাথে তাদের সম্বন্ধ খুঁজে বের করা এবং আপনার পাওয়া তথ্যগুলির একটা তালিকা প্রস্তুত করা।

…গ) প্রথমে একবারে সবটা বই পড়া, বিশেষ তথ্য বা খবর অনুসন্ধান করা, এবং পাওয়া তথ্যগুলি দিয়ে একটি খসড়া বা সারমর্ম প্রস্তুত করা।

রচনার মূল নীতিগুলি ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ রচনার মূলনীতিগুলির নাম বলতে পারা এবং বাইবেলে এইগুলি খুঁজে বের করতে পারা।

লক্ষ্য ৩ ঃ বুঝিয়ে বলাই রচনার সবচেয়ে বড় কাজ কেন, তা বলতে পারা।

রচনা করা অর্থাৎ গড়ে তোলা বা নির্মাণ করা। রচনায় কয়েকটা অংশকে যুক্ত করে সেগুলি দিয়ে একটা জিনিষ তৈরী করা হয়। এইভাবে একট সম্পূর্ণ জিনিষ তৈরী হয়। ছবি আঁকা, গান করা, কবিতা লেখা বা কোন কিছু লেখা ইত্যাদি, সবই রচনার কাজ। যে কোন রকম রচনাই হোক না কেন, তার মধ্যে একটা একতার প্রকাশ ঘটবে। এর মাঝখান, এবং এর শেষ থাকবে। এটা যদি একটা সুন্দর শিল্পকার্য হয় তবে, এর কয়েকটি অংশ মিলে গিয়ে সুন্দর কিছু একটা গড়ে তুলবে।

শব্দের সাহায্যে কিছু রচনা করলে, তা অবশ্যই কোন একটা ভাব প্রকাশ করবে। ঈশ্বর মানুষকে ভাষা দিয়েছেন। ভাষার দ্বারা ভাব প্রকাশের জন্য শব্দগুলিকে বিশেষ নিয়ম ও রীতি অনুযায়ী সাজানো দরকার। প্রত্যেক ভাষারই নিজ নিজ নিয়ম আছে। এক ভাষার নিয়ম অন্য ভাষা থেকে আলাদা হতে পারে।

বাইবেলের লেখকেরা যখন শাস্ত্র লিখতে বসেছিলেন তখন, তাদের মনে যে একটা পরিকল্পনা ছিল, তা নিয়ে কেউই সাধারণতঃ ভাবে না। পবিত্র আত্মার চালনার উপর আমরা এতবেশী জোর দিই যে, আমরা ভুলেই যাই, পবিত্র আত্মা লেখকদের নিজ নিজ যোগ্যতাগুলিও ব্যবহার করেছিলেন। পবিত্র শাস্ত্রের বার্তা ও বিষয়বস্তু পবিত্র আত্মারই দেওয়া। তিনি লেখকদের ব্যবহার করেছেন। তাদের ভাষা, তাদের ব্যবহৃত শব্দ ও তাদের সময়ে যে ধরণের সাহিত্য ছিল, সবই তিনি ব্যবহার করেছেন। পবিত্র আত্মা মানুষের কাছে ঈশ্বরের সত্য প্রকাশ করেছেন। সুতরাং, তারা যে ধরণের ভাষা জানে সেই ভাষায়ই তাদের সাথে তাঁকে কথা বলতে হয়েছে, যেন তারা বুঝতে পারে।

আপনাকে রচনার মূল নীতিগুলি শেখানর জন্য আমরা এই কথাগুলি বলছি। এই কথাগুলি খুবই দরকারী। এই নীতিগুলির অনুসন্ধান করতে গিয়ে আপনি শাস্ত্রের মধ্যে অনেক নূতন নূতন ধারণা খুঁজে পাবেন।

প্রেরিত পৌলের কথা ভাবুন। তিনি জানতেন যে, তিনি চিঠি লিখ্ছেন। তখনকার দিনে যে ধরণের চিঠি লেখা হোত, তিনি সেই ধরণেই লিখেছেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা তখনকার দিনের চিঠি পত্রে যে ধরণের শুভেচ্ছা খুঁজে পেয়েছেন, পৌলের চিঠির শুভেচ্ছাও ঠিক সেই রকম। দায়ুদ জানতেন, তিনি কবিতা লিখ্ছেন। আমরা ইব্রীয় কবিতার কয়েকটি দিক আলোচনা করেছি, ৬ নম্বর পাঠে এ বিষয়ে আরো আলোচনা করব। মোশি যখন ঈশ্বরের ব্যবস্থা (নিয়ম কানুন বা আইন) লিখেছিলেন, তখন তিনি ভালভাবেই জানতেন সেটি ঈশ্বরের বাক্য, যা লোকেরা পবিত্র শাস্ত্র রূপে গ্রহন করবে ও যা তাদের জীবনে ঈশ্বরীয় সতর্কবাণী ও আশীর্বাদের কারণ স্বরূপ হবে। দ্বিতীয় বিবরণ ৩১ ঃ ২০-২৬ পদ দেখুন।

"আর মোশি সমাপ্তি পর্যন্ত এই ব্যবস্থার কথা সকল পুস্তকে লিখিবার পর সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুকবাহী লেবীয়দিগকে এই আজ্ঞা করিলেন, তোমরা এই ব্যবস্থা পুস্তক লইয়া তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নিয়ম সিন্দুকের পার্শ্বে রাখ, ইহা তোমাদের বিরূদ্ধে সাক্ষীর জন্য সেই স্থানে থাকিবে"। পুরাতন নিয়ম ও নূতন নিয়মের সকল লেখকরাই লিখিবার সময় এ বিষয়ে পুরোপুরি সজাগ ছিলেন যে, তারা যা লিখেছেন, তা যেন লোকেরা বুঝে।

আপনি যখন কোন কিছু লেখেন, তখন আপনি বিষয়টি পরিস্কার ভাবে বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করেন। শব্দ সাজানোর কয়েকটি সহজ নিয়ম আছে। এই নিয়মগুলি জানা ভাল। কারণ তাতে বিষয়টিকে আরো ভালরূপে বুঝিয়ে বলা যায়। আপনি নিজের লেখায়ও এই নিয়মগুলি ব্যবহার করেন। আপনি হয়তো এদের নাম জানতেন না, বা এগুলি যে রচনার নীতি, তাও হয়তো জানেন না। আপনি আপনার রচনায় একটা জিনিষের সাথে অন্য জিনিষের তুলনা করে পার্থক্য দেখাতে পারেন। আপনি একই বিষয় বার বার বলতে পারেন। আপনি সাবধান করতে পারেন। কোন একজন লোক যেন আপনার কথা বুঝতে পারে, সে জন্য একই বিষয় অন্যভাবে বলতে পারেন। আপনি যদি কাউকে বিশ্বাস করাতে চান যে, আপনার কথাগুলি সত্যই প্রয়োজনীয়, তবে লেখার এই নীতিগুলি আপনি ব্যবহার করবেন।

বাইবেলের লেখকরাও তাই করেছেন। তারা সাবধান হতে বলেছেন, দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেছেন, কোন কথা বুঝাবার জন্য বার বার বলেছেন, তুলনা করে পার্থক্য দেখিয়েছেন, দুটি জিনিষের সম্বন্ধ দেখিয়েছেন, এবং বুঝাবার জন্য কোন কথা অন্যভাবে বলেছেন। বাইবেলের লেখক কি বলতে বা বোঝাতে চান, এই নীতিগুলি যদি আপনাকে তার সংকেত দেয়, তবে সেগুলি ধরে আপনি লেখকের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারবেন। এই নীতিগুলির ব্যবহারে আপনি যতই পবিত্র আত্মার হাত দেখতে পারেন, ততই আপনার জ্ঞান চোখ আরও বেশী করে খুলে যাবে।

৩। রচনার যে নীতিগুলির কথা উপরে বলা হয়েছে, তাদের মধ্য থেকে চারটি নীতির নাম বলুন।

.....

সাহিত্যের প্রধান কয়েকটি দিক—

তুলনা এবং পার্থক্য

লক্ষ্য ৪ঃ তুলনায় কোন্ বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয় এবং পার্থক্যে কোন্ বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়, তা বর্ণনা করতে পারা।

যে যে বিষয়ের মিল আছে, এমন দুটি বা তারো বেশী জিনিষের মধ্যে তুলনা হয়। অনেক সময় "ন্যায়" "মত" ইত্যাদি শব্দগুলির দ্বারা আপনি বুঝতে পারবেন যে, এখানে দুটি বা তারও বেশী জিনিষের মধ্যে তুলনা করা হচ্ছে। এ থেকে আপনি বুঝতে পারেন, জিনিষগুলি অনেকটা এক রকম, বা এদের মধ্যে যে মিল আছে সেই বিষয়ের উপরই লেখক এখানে জোর দিচ্ছেন। যখনই আপনি বুঝতে পারেন যে, কয়েকটি এক রকম জিনিষের মধ্যে তুলনা করা হচ্ছে, তখন আপনি মনে মনে বলেন, "এটা রচনার একটা দিক।" বাইবেলে মানুষ, স্থান, জিনিষপত্র, অথবা মতের মধ্যে তুলনা দেখতে পাবেন।

এই পাঠে আপনি রচনার কুড়িটি দিকের বিষয় শিখবেন। তুলনা, এই কুড়িটির প্রথমটি। প্রতিটি দিক ব্যাখ্যা করে বুঝানো হবে এবং প্রতিটির জন্য শাস্ত্র থেকে উদাহরণ দেওয়া হবে। সাহিত্যের প্রধান

কয়েকটি দিক' নামক অংশে যে ১২টি বিশেষ দিকের বিষয় শেখান হবে, অংশটির শেষে তার উপর কিছু "মিল দেখান" প্রশ্ন থাকবে। একই ভাবে 'সাহিত্যের অন্যান্য দিক' নামক অংশে বাকি যে ৮টি দিক শেখান হবে, তার উপর কিছু "মিল দেখান" প্রশ্ন করা হবে।

৪। উদাহরণ ঃ ১ শমুয়েল ১৩ ঃ ৫ পদ। এই পদে কি তুলনা করা হয়েছে (এখানে "ন্যায়"-এই বিশেষ শব্দটি দেখতে ভুলবেন না।)?

পার্থক্য দ্বারা জিনিষের ভিন্নতা (বা তফাৎ) দেখানো হয়। যে সকল জিনিষের মধ্যে পার্থক্য করা হয়, তাদের মধ্যে ভিন্নতা কম হতে পারে, আবার কখনো সেগুলি সম্পূর্ণ ভিন্নও হতে পারে। "কিন্তু," "অথবা" ইত্যাদি শব্দ থেকে পার্থক্যের ইংগিত পাওয়া যায়। এখানে শব্দগত পার্থক্য বড় বিষয় নয়, গুণগত পার্থক্যই বড় বিষয়।

৫। উদাহরণ ঃ গীত ১ অধ্যায়। সম্পূর্ণ গীতটিই পার্থক্যের ভিত্তিতে রচিত। এই গীতে দুই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে পার্থক্য দেখানো হয়েছে। ১ ও ২, ৩ ও ৪ পদে, এবং ৬ পদে এই পার্থক্য আছে। এই দুই শ্রেণীর লোক কারা? ২, ৪ ও ৬ পদে কোন্ শব্দগুলি পার্থক্যের ইংগিত করে?

পুনরুক্তি ; পালাক্রমিক পুনরুক্তি ; ধারাবাহিকতা এবং দীর্ঘকরণ ঃ

লক্ষ্য ৫ ঃ পুনরুক্তি ; পালাক্রমিক পুনরুক্তি ; ধারাবাহিকতা এবং দীর্ঘকরণ= সাহিত্যের এই দিকগুলির মধ্যে পার্থক্য দেখাতে পারা।

পুনরুক্তি হোল, কোন বিষয়ে জোর দেবার জন্য একই শব্দ অথবা বাক্য বার বার ব্যবহার করা বা বলা। যেমন হবককুক বইটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে "ধিক্ তাহাকে।" এই কথাটি পাঁচবার বলা হয়েছে। মথি লিখিত সুখবর ২৩ অধ্যায়ে "ভণ্ড ধর্ম-শিক্ষক ও ফরীশীরা, ধিক তোমাদের।" -এই বাক্যটি বার বার বলা হয়েছে। এগুলি পুনরুক্তির খুব ভাল উদাহরণ। এই ভাবে একই কথা বার বার বলবার দ্বারা একটা নির্দিষ্ট শাস্ত্রাংশের মধ্যে চিন্তার ঐক্য বা মিল আনা হয়।

৬। উদাহরণ ঃ যিশাইয় ৯ ঃ ১২, ১৭, ২১ পদ ও ১০ ঃ ৪ পদ। এই পদগুলিতে কোন্ কথা বলা হয়েছে?

পালাক্রমিক পুনরুক্তি হোল, একটি বিশেষ ধরণের পুনরুক্তি যা বার বার একই ধরণের কথা পালাক্রমিক ভাবে বলে। লূক ১ ও ২ অধ্যায়ে খুব সুন্দর একটা দৃষ্টান্ত আপনি পাবেন। এখানে যোহন বাপ্তাইজক ও যীশুর বিষয় একটির পর অন্যটি পালা করে বলা হয়েছে। যোহনের জন্মের বিষয়ে বাণী এবং প্রভু যীশুর জন্মের বিষয়ে বাণী; যোহনের জন্ম ও যীশুর জন্ম। এইভাবে পালাক্রমে বলায়, পার্থক্য বা তুলনাগুলি আরও শক্তিশালী হয়। সাহিত্যের দিক থেকে এটি একটি চমৎকার পদ্ধতি; যদি উপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করা যায়; যেমন সাধু লূক করেছেন।

৭। উদাহরণ ঃ ১ যোহন ২ ঃ ১২-১৪ পদে পালা করে বলা ও তার পুনরুক্তির বিষয়টি দেখান।

ধারাবাহিকতা, যে সব জায়গায় কমবেশী (প্রায়) একই অর্থ যুক্ত শব্দ বার বার ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে এই পদ্ধতিটি দেখা যাবে। আবার যেখানে প্রায় একই অর্থযুক্ত শব্দের মধ্য দিয়ে কোন একটি চিন্তা বা মত বার বার প্রকাশ করা হয় সেখানেও এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করতে দেখা যায়। এইরূপ শাস্ত্রাংশগুলিতে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে যাওয়ার নমুনা থাকতে পারে। যেমন আমোষ ১ঃ ৬ - ২ ঃ ৬ পদে একটা বাক্য বার বার বলা হয়েছে ঃ "সদাপ্রভু এই কথা কহেন—আমি তাহার দণ্ড নিবারণ করিব না"। ঘসা, সোর, ইদোম, আম্মোন, মোয়াব, যিহুদা, এবং সবশেষে ইস্রায়েল, প্রত্যেকের বেলায় একই বাক্য বলা হয়েছে। প্রত্যেকের পাপ ভিন্ন ধরণের হলেও একইভাবে তা বলা হয়েছে। এই ভাবে বলার দ্বারা ধীরে ধীরে ইস্রায়েলের দিকেই ঈশ্বরীয় দণ্ডের চিন্তাটি নিয়ে আসা হয়েছে। ইস্রায়েল জাতির ভাল মন্দের ব্যাপারে ঈশ্বর খুবই চিন্তা করতেন। তাই আমরা বলতে পারি ধারাবাহিকতা হোল একই ধারণা প্রকাশের জন্য একই রকম শব্দ বা বাক্যাংশ বার বার ব্যবহার করা।

৮। উদাহরণ ঃ ইব্রীয় ৪ ঃ ১-১১ পদ। কোন মূল প্রসংগটি ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে বার বার বলা হয়েছে, যা এই অংশটিকে ধারাবাহিকতা দেয়?

দীর্ঘকরণ হোল, একটা বিশেষ প্রশংগকে বাড়িয়ে বলা। প্রথমে আপনি মূল প্রসংগটির পরিচয় দান করেন ও পরে সেইটিকে বিস্তারিত ভাবে বলেন। দীর্ঘকরণের আসল উদ্দেশ্য, বিস্তারিতভাবে বলবার দ্বারা জিনিষটিকে বাড়ান। হিব্রু কবিতার বিষয় পাঠ করবার সময় আপনি সাদৃশ্যের বিষয় পড়েছেন। দীর্ঘকরণের সাথে "সংযোগার্থক সাদৃশ্যের" খুবই মিল আছে। এই প্রকার সাদৃশ্যের প্রথম লাইনে যে বিষয়টি বলা হয়, দ্বিতীয় লাইনে কিছু যোগ করে সেটিকে আরো বাড়িয়ে বলা হয়। এই ভাবে দ্বিতীয় লাইনে প্রথম লাইনের ভাবটিকে গড়ে তোলা হয়। শাস্ত্রের কোন একটা অংশ অধ্যয়নের সময় নিজেকে প্রশ্ন করবার অভ্যাস গড়ে তুলুন। নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন "এখানে কি করা হচ্ছে?" যখন আপনি দেখতে পান লেখক কোন একটি বিষয় নিয়ে সেটির বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছেন, তখন তিনি দীর্ঘকরণের নিয়মটি ব্যবহার করছেন। বাইবেলের বর্ণনা মূলক অথবা কাহিনী মূলক অংশগুলির মধ্যে আপনি এর উদাহরণ পাবেন। যোনার সম্পূর্ণ বইটিতেই দীর্ঘকরণের পদ্ধতি দেখা যায়।

৯। উদাহরণ ঃ যোনা ১ ঃ ১-৬ পদ। ৩ পদে যোনার পৃথক পৃথক কাজগুলি কিভাবে একটির পর আর একটি বর্ণনা করা হয়েছে, সংক্ষেপে লিখুন।

চরম পর্যায় ও মূল বিষয় (বা কেন্দ্র বিন্দু) ঃ

লক্ষ্য ৬ ঃ একটা গল্পের সাথে চরম পর্যায়ের সম্বন্ধ এবং একটা শিক্ষামূলক অংশের সাথে মূল বিষয় বা কেন্দ্র বিন্দুর সম্বন্ধ বর্ণনা করতে পারা।

চরম পর্যায় হোল, গল্পের এমন গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যেখানে আপনার আগ্রহ একটি চরম পর্যায়ে পৌছায়। লেখক সাধারণ অবস্থা থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে আগ্রহের মাত্রা বাড়াতে থাকেন। এইভাবে তিনি গল্পের সবচেয়ে আগ্রহজনক ও গুরুত্বপূর্ণ অংশটি রচনা করেন ও তার অল্প পরই বর্ণনা শেষ করেন। যাত্রা পুস্তক ঠিক এই ভাবে সাজিয়ে লেখা হয়েছে। এর মধ্যে চরম পর্যায়টি হোল ৪০ ঃ ৩৪-৩৫ পদ। মিসর ছেড়ে যাওয়া, মোশির আইন কানুন দেওয়া, বিভিন্ন আদেশ ও শিক্ষা, আবাস তাম্বুর বিস্তারিত বিবরণ ইত্যাদি, বর্ণনা

করবার পরে আমরা দেখতে পাই যে, মেঘ এসে তাম্বু ঢেকে ফেলল, আর সদাপ্রভুর উপস্থিতির চিহ্ন হিসাবে উজ্জ্বল আলো এসে তাম্বু পূর্ণ করল। এটিই হোল এই বইয়ের চরম পর্যায় বা সর্ব্বোচ্চ বিন্দু।

১০। উদাহরণ ঃ মার্ক ১ ঃ ১৪-৪৫ পদ। এই শাস্ত্রাংশের নিম্ন লিখিত অংশগুলির প্রতিটির জন্য একটি করে নাম দিন-১৪ পদ, ১৬-২০ পদ; ২৬ পদ; ২৮ পদ; ৩৮-৩৯ পদ; ৪১-৪২ পদ; ৪৫ পদ। আপনার দেওয়া নামগুলি দেখিয়ে দেবে কিভাবে এই শাস্ত্রাংশটি একটা চরম পর্যায় রচনা করেছে। (এই বইয়ে দেওয়া উত্তরে যে নামগুলি আছে, আপনার দেওয়া নামগুলি তা থেকে কিছুটা ভিন্ন হলেও ভাব একই রকম হতে হবে)।

মূল বিষয় বা কেন্দ্র বিন্দু চরম পর্যায়ের মত। তবে এইটি বাইবেলের গল্প—কাহিনী অংশের চেয়ে বরং শিক্ষামূলক অংশগুলিতেই বেশী দেখা যায়। একটা শিক্ষামূলক শাস্ত্রাংশে এটাই আলোচনার প্রধান বিন্দু, এটা একটা চাকার কেন্দ্রের মত, আলোচনার বিষয়টি এই বিন্দুর চারদিকে ঘুরপাক খায়। গালাতীয় বইয়ে বেশ কয়েকটি মূল বিষয়, বা কেন্দ্র বিন্দু আছে। এর কারণ প্রধান আলোচনার বিষয়টির মধ্যে আরো কয়েকটি ছোট ছোট পৃথক পৃথক আলোচনার বিষয় আছে। কিন্তু পুরো বইটির কেন্দ্রে বা মূল বিষয় হোল, গালাতীয় ৫ ঃ ১ পদ, "খ্রীষ্ট আমাদের স্বাধীন করেছেন যেন আমরা স্বাধীন থাকতে পারি।" প্রথম চারটি অধ্যায় ধাপে ধাপে আমাদের এই কেন্দ্রীয়, মূল বিন্দুটিতে নিয়ে যায়।

কিন্তু গালাতীয় বইয়ে প্রেরিত পৌল যে শিক্ষা দিয়েছেন, তাতে আরো কয়েকটি মূল বিষয় আছে। এদের একটি পাওয়া যাবে ৩ ঃ ১৬ পদে। পৌল দেখিয়েছেন যে, ইস্রায়েল জাতির আইন কানুন (ব্যবস্থা) পরিত্রাণের জন্য যথেষ্ট না হলেও আসলে এর সাথে খ্রীষ্টের মৃত্যুর সম্বন্ধ আছে (৩ ঃ ১৩ পদ)। এর পরে তিনি দেখিয়েছেন অব্রাহামের কাছে ঈশ্বর যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা আসলে যীশু খ্রীষ্টের সম্বন্ধে, আর যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে সে সবই পূর্ণ হয়েছে। এখানে যে কেন্দ্রীয় বা মূল পদটির চারদিকে সব কিছু ঘুরছে তা হোল ৩ ঃ ১৬ পদ। এই পদে অব্রাহামের বংশধরের (একবচন, বহুবচন নয়) কাছে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন বলে বলা হয়েছে।

মূল বিষয় বা কেন্দ্র বিন্দু হোল শিক্ষামূলক শাস্ত্রাংশ গুলির প্রধান বিন্দু বা কেন্দ্র। কোন একটি বর্ণনা বা গল্পের মাঝে মাঝে এইটি দেখা যাবে তবে, সেখানেও চরমপর্যায় বা সবচেয়ে আগ্রহের হিসাবে নয়, কিন্তু একটা মূল বিষয় বা কেন্দ্র বিন্দু হিসাবে দেখা যাবে। যেমন রূতের বইয়ে একটা কেন্দ্র বিন্দু আছে। বোয়স যেখানে শহরে ঢুকবার দরজায় বসে তার আত্মীয়দের সাথে আলাপ করেছিলেন, সেখানেই এই কাহিনীর মূল বা কেন্দ্র বিন্দুটি। যদি কোন ভুল হয় তবে সবটাই এলোমেলো হয়ে যাবে।

১১। উদাহরণ ঃ যোহন ১১ ঃ ৪৫-৫৪ পদ। এখানে কোন্ পদটি দেখায় যে প্রভু যীশু আগে যা করেছিলেন, তা না করবার ফলে, তাঁর পরিচর্যা কাজের একটি বিরাট পরিবর্তন হয়। (এই পদটি এখানে প্রধান বিন্দু বা কেন্দ্র বিন্দু)।

সুনির্দিষ্টভাব ও সাধারণভাব ঃ

লক্ষ্য ৭ ঃ সুনির্দিষ্টভাব এবং সাধারণভাবের মধ্যে পার্থক্য দেখাতে পারা।

সুনির্দিষ্টভাবের মধ্যে চিন্তার গতি সাধারণ ধাপ থেকে সুনির্দিষ্ট ধাপের দিকে অগ্রসর হয়, এটা অনেকটা সামগ্রিকভাবে অধ্যয়নের মত যেখানে আমরা সমগ্র বইটির বিষয়ে একটা মোটামুটি ধারণা নিই ও তারপর বিস্তারিত বিবরণের দিকে বা ছোট বিষয়ের দিকে অগ্রসর হই। সুনির্দিষ্ট ভাব, ভিতরের মূল বিষয় থেকে বাইরের অংশগুলির দিকে, সাধারণ বিষয় থেকে সুনির্দিষ্ট বিষয়ের দিকে যায়। অন্য কথায় একটা সাধারণ বর্ণনা যেমন, "সবাই পাপ করেছে এবং ঈশ্বরের প্রশংসা পাবার অযোগ্য হয়ে পড়েছে।" এই কথা থেকে "দুলাল পাপ করেছে" অথবা "আমি পাপ করেছি" এক কথায় নেমে আসে। একে সুনির্দিষ্ট ভাব বলা হয়। কখন কখন একে অবরোহণ মূলক চিন্তা বলা হয়ে থাকে (একটি চিন্তা থেকে অন্য চিন্তায় নেমে আসা)।

১২। উদাহরণ ঃ মথি ৬ ঃ ১-১৮ পদ, এখানে কি কি ভাবে যীশু ধর্ম-কর্ম করবার মূল বিষয়টিকে সুনির্দিষ্ট ভাবে দেখিয়েছেন বা বলেছেন?

সাধারণভাব, এই চিন্তার গতি আরোহণমূলক (চিন্তারগতি নীচ থেকে উপরের দিকে), অর্থাৎ একটা সুনির্দিষ্ট দৃষ্টান্ত থেকে শুরু-করে সাধারণ নীতির দিকে এগিয়ে যাওয়া। এটি সুনির্দিষ্টভাবে বলার ঠিক উল্টা।

১৩। উদাহরণ ঃ যাকোব ২ অধ্যায়। প্রকৃত খ্রীষ্টিয় আচরণের বিশেষ বিশেষ উদাহরণ দিয়ে যাকোব তার বইয়ের ২য় অধ্যায় শুরু করেছেন ঃ বড় লোকদের পোষাক আসাককে বড় করে না দেখে, সবাইকে ভালবাসার চোখে দেখা, গরীব লোকদের সম্মান করা, প্রতিবেশীকে ভালবাসা, দশ আজ্ঞা পালন করা ইত্যাদি। এই বিশেষ বিষয়গুলি থেকে অধ্যায়টির শেষ পদে তিনি একটা সাধারণ নীতিতে গিয়ে পৌছেছেন। এই নীতিটি কি লিখুন।

কারণগত দিক ও সমর্থনগত দিক ঃ

লক্ষ্য ৮ ঃ কারণগত দিকের পার্থক্য বলতে পারা।

কারণগত দিকটি কারণ থেকে শুরু করে এর ফলের দিকে নিয়ে যায়। এটা প্রথমে কোন কিছুর কারণ নিয়ে আলোচনা করে, তার-পর সেই বিষয়টির ফল নিয়ে আলোচনা করে। হবককুক ২ ঃ ৫ পদে এইটি দেখতে পাওয়া যায়। এখানে লেখা আছে, "সে পাতা-লের ন্যায় অপরিমিত লোভী, (এই জন্য সে) সর্বজাতিকে একত্র করিয়া আত্মসাৎ করে, এবং সর্ব লোকবৃন্দকে আপনার কাছে সংগ্রহ করে" (অর্থাৎ, তার লোভ এতই বেশী যে সে অহংকারী, সে সব সময় অস্থির, সে যুদ্ধ ক'রে সব রাজ্য ও ধন সম্পদ দখল করে নিতে চায়।) এখানে, কারণ ঃ লোভ, ফল. যুদ্ধ।

১৪। উদাহরণ ঃ হবককুক ২ ঃ ১৭ পদ। আপনার বাইবেলে এই পদটি যেভাবে আছে তাতে বুঝতে অসুবিধা হতে পারে। তাই এই পদটি এখানে সহজভাবে দেওয়া হোল ঃ "লিবানোনের প্রতি তুমি অত্যাচার (দৌরাত্ম) করেছ, তাই এখন তোমার উপর অত্যাচার আসবে। তুমি লিবানোনের পশু মেরেছ (বধ করেছ), তাই এখন পশুরা তোমাকে অত্যন্ত ভয় দেখাবে। এ সবই ঘটবে, কারণ তুমি মানুষ বধ করেছ, পৃথিবী এবং এর বিভিন্ন দেশ ও সেই সব দেশের

লোকদের উপর অত্যাচার করেছ। "এই পদটির প্রথমাংশে কারণ থেকে ফলের দিকে যাওয়ার দুটি নমুনা আছে। নমুনা দুটি কি কি?

সমর্থনগত দিক হোল কারণগত দিকের ঠিক উল্টো। এটা ফল থেকে শুরু করে কারণের দিকে যায়, যেমন ধরুন একটা ঘটনা ঘটে, এবং পরে এর কারণ ব্যাখ্যা করা হয়। "তাই" বা "কারণ" শব্দগুলি সাহিত্যের এই পদ্ধতিটি ব্যবহারের ইংগিত দেয়। যেমন আমি বললাম, "আমার আংগুলে খুব ব্যাথা করেছে, একজন প্রশ্ন করল, "কেন"? আমি বল্‌লাম, "কারণ আংগুলটা পুড়ে গিয়েছিল।" এটা একটা সহজ উদাহরণ হলেও সব কিছু খুব পরিস্কারভাবে বুঝিয়ে বলে।

১৫। উদাহরণঃ হবককুক ২ঃ১৭ পদ। এই পদের শেষ ভাগে (উপরে দেখুন) আপনি সমর্থনগত দিকের কি উদাহরণ দেখতে পান, লিখুন।

১৬। রচনার প্রথম বারোটি পদ্ধতি আপনি শিখলেন। এগুলি আর একবার দেখে নিন। নীচে ডান পাশে পদ্ধতিগুলি এবং বা পাশে এদের মানে বা কাজের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে মিল দেখান।

...ক) বিভিন্ন জিনিষের মধ্যে মিল।	১। চরম পর্যায়।
...খ) বিভিন্ন জিনিষের মধ্যে পার্থক্য।	২। পালাক্রমিক পুনরুক্তি।
...গ) একই শব্দ, বাক্যাংশ বা বাক্য বার বার বলা।	৩। তুলনা।
	৪। সুনির্দিষ্টভাব।
...ঘ) একই অর্থযুক্ত শব্দ বার বার ব্যবহার করা।	৫। দীর্ঘকরণ।
	৬। কারণগত দিক।
...ঙ) বিস্তারিত ভাবে বলা।	৭। সমর্থনগত দিক।
...চ) ফল থেকে কারণের দিকে।	৮। পার্থক্য।
...ছ) কারণ থেকে ফলের দিকে।	৯। সাধারণভাব।
...জ) গল্পের সর্ব্বোচ্চ বিন্দু।	১০। ধারাবাহিকতা।
...ঝ) আলোচনার প্রধান কেন্দ্র।	
...ঞ) বার বার একই কথা পালাক্রমিক ভাবে বলা।	

...ট) সাধারণভাব থেকে সুনির্দিষ্ট-ভাবের দিকে।
...ঠ) সুনির্দিষ্টভাব থেকে সাধারণ নীতির দিকে।

১১। মূল বিষয় (বা কেন্দ্র বিন্দু)।
১২। পুনরুক্তি।

অন্যান্য সাহিত্যের-পদ্ধতি ঃ

লক্ষ্য ৯ ঃ এই অংশের প্রত্যেকটি সাহিত্য পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারা।

মাধ্যম ঃ

মাধ্যম হোল কোন কিছু করবার জন্য ব্যবহৃত উপায়, হাতিয়ার বা যন্ত্র যেমন, যাকোব ৩ ঃ ৫ পদের শেষ বাক্যটি, "আবার অল্প একটুখানি আগুণ কিভাবে একটা বড় জংগলকে জ্বালিয়ে ফেলতে পারে।" এখানে জংগলকে জ্বালিয়ে ফেলবার জন্য আগুণ হোল **মাধ্যম**।

১৭। উদাহরণ ঃ যাকোব ২ ঃ ২১ পদ। কিসের মাধ্যমে অব্রাহামকে নির্দোষ বলে গ্রহন করা হয়েছিল?

ব্যাখ্যা ঃ

ব্যাখ্যা কোন বিষয়কে বিস্তারিত ভাবে বলে; সেটির খুটিনাটি সব কিছু বর্ণনা করে; অন্যান্য বিষয়ের সংগে সম্পর্ক দেখায়; বিষয়টি পরিস্কার করে বিশ্লেষণ করে বা বুঝিয়ে বলে। যেমন লূক ২ ঃ ৪ পদে আছে যোষেফ গালীলের নাসরত থেকে যিহুদিয়ার বৈৎলেহম গ্রামে গেলেন। যোষেফ কেন বৈৎলেহমে গেলেন, তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে ঃ "যোষেফ ছিলেন রাজা দায়ূদের বংশের লোক দায়ূদের জন্মস্থান ছিল যিহুদিয়া প্রদেশের বৈৎলেহম গ্রামে।"

প্রস্তুতি ঃ

প্রস্তুতি হোল ভূমিকার অংশ। কোন একটা সম্পূর্ণ বিবরণ বা কোন বইয়ের শুরুতে এই রকমের ভূমিকা দেওয়া হয়। যেমন লূক তার বইয়ের ভূমিকা দিয়েছেন, এখানে তিনি তার লেখার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির কথা বলেছেন। এই অংশটি আসলে সুখবরের অংশ নয়, বরং এর ভূমিকা বা প্রস্তুতি পর্ব।

১৯। উদাহরণ ঃ মার্ক ১ ঃ ১ পদ, ১ করিন্থীয় ১ ঃ ১ পদ, এবং ১ যোহন ১ ঃ ১ পদ। প্রস্তুতি কি তা আমরা বলেছি। এখন উপরের

পদগুলি পড়ুন। তারপর উপরের তিনটি বইয়ের কোনটি এই ধরণের "প্রস্তুতির" মধ্যে দিয়ে আরম্ভ করা হয়েছে তা বলুন।

সারমর্ম ঃ

সারমর্ম মানে বিবরণটাকে সংক্ষেপে বলা। আপনি যা বলেছেন সেটাকেই সংক্ষেপে সারমর্মের আকারে বলেন। আপনি ছোট করে বলেন। অল্প কথায় বলেন। আপনি সারা বা মূল বিষয়টি খুঁজে বের করেন। যেমন আদি ৪৫ অধ্যায় হোল যোষেফের সম্পূর্ণ কাহিনীর সারমর্ম। কিভাবে বর্তমান অবস্থায় পৌছানো হোল এখানে তা সংক্ষেপে বলা হয়েছে।

২০। উদাহরণ ঃ যিহোশূয় ২৪ ঃ ১-১৪ পদ। "তোমরা সদাপ্রভুকে ভয় কর, সরলতায় ও সত্যে তাঁহার সেবা কর" ১৪ পদে এ কথা বলবার আগে যিহোশূয় এই অংশে কিসের সারমর্ম বলেছেন, তা ছোট করে নিজের কথায় বলুন।

প্রশ্নকরা ঃ

প্রশ্নকরা মানে, জিজ্ঞাসা করা। বাইবেলের লেখকরা মাঝে মাঝে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তার পর সেটির উত্তর দেন। প্রেরিত পৌলের লেখায় প্রায়ই এটা দেখতে পাওয়া যায়। রোমীয় ৩ ঃ ৩১ পদে এর একটা উদাহরণ পাওয়া যাবে। "এই বিশ্বাসের জন্য আমরা তাহলে আইন-কানুন বাতিল করে দিচ্ছি? "প্রশ্ন করেই তিনি এর উত্তর দিয়েছেন ঃ- "কখনও না, বরং আইন-কানুনের কথা যে সত্যি, তা-ই আমরা প্রমান করছি।" অনেক সময় এই প্রশ্নগুলি কথা বলবার একটা কৌশল বিশেষ। এর উত্তরটি এতই পরিস্কার যে, এর উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন হয়না। গালাতীয় ৩ ঃ ৫ পদ, এর একটি উদাহরণ ঃ ঈশ্বর কেন তোমাদের পবিত্র আত্মা দিয়েছেন এবং তোমাদের মধ্যে এত আশ্চর্য কাজ করছেন, তা ভেবে দেখ। তোমরা আইন-কানুন পালন করছ বলেই কি তিনি এসব করছেন, নাকি সুখবর শুনে বিশ্বাস করেছো বলে করছেন?"

২১। উদাহরণ ঃ মালাখি ১ অধ্যায়। এই অধ্যায়ের যে সব পদে প্রশ্ন আছে, সেই পদগুলির একটা তালিকা প্রস্তুত করুন।

ঐক্য ঃ

ঐক্য মানে-মতের মিল, বা সামঞ্জস্য। কোন একটা মত প্রকাশ করলে ঐ অংশের অন্যান্য মতগুলির সাথে অবশ্যই ঐ মতটির মিল থাকতে হবে। এটাকে ঐক্যের একটা "সূত্র" হিসাবে আমরা ধরতে পারি। আসলে এটা এমন একটি "সত্য" যার সংগে অপরাপর সব অংশগুলিরই মিল থাকবে অন্যকথায় অন্যান্য অংশগুলিও ঐ সত্যের পক্ষে কথা বলবে। সমগ্র বাইবেলেই এই ঐক্য দেখা যায়। বিশেষতঃ যেসব ক্ষেত্রে কোন একটা সমস্যা এবং সেই সমস্যার উত্তর হিসাবে একটা সমাধান দেওয়া আছে, যেমন রোগ এবং আরোগ্য, প্রতিজ্ঞা এবং সেই প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা ইত্যাদি, এই রকম অংশগুলিতে "ঐক্য" খুব স্পষ্টরূপে দেখা যায়।

২২। উদাহরণ ঃ রোমীয় ৩ ঃ ২১-৩১ পদ। এই শাস্ত্রংশটি একটি ঐক্যের দৃষ্টান্ত। রোমীয় ১ ঃ ১৮-৩ ঃ ২০ পদে পৌল যে সমস্যার বর্ণনা করেছেন, এটি হোল সেই সমস্যার উত্তর বা সমাধান। ১ ঃ ১৮-৩ ঃ ২০ পদে কি সমস্যা বর্ণনা করা হয়েছে?

প্রধান বিষয় ঃ

প্রধান বিষয় বলতে কেবল মাত্র একটা প্রধান বিষয়কেই বুঝায় না, কিন্তু এই প্রধান বিষয়টিকে সমর্থন করবার জন্য কয়েকটি উপ-প্রধান বিষয়ও থাকে। তাই, প্রধান বিষয় বলতে প্রধান প্রধান ও উপ-প্রধান এই দুটিকেই বুঝায়। কোন একটা খসড়াকে প্রধান বিষয়ের সুন্দর দৃষ্টান্ত রূপে ধরা যায়। একটা প্রধান শিরোনামকে এর অধীনস্থ উপপ্রধান শিরোনামগুলি থেকে সহজেই আলাদা করে দেখা যায়, আবার উপ-প্রধান শিরোনামগুলি প্রধান বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ দেয়। যীশুর বলা দৃষ্টান্তগুলিতে সাহিত্যের এই পদ্ধতি দেখতে পাওয়া যাবে, আপনি আগেই জেনেছেন যে প্রত্যেকটা দৃষ্টান্তের মধ্যে একটা প্রধান শিক্ষা থাকে। দৃষ্টান্তটি যে শিক্ষা দিতে চায়, তা ছোট ছোট বিষয়ের উপর তৈরী হলেও এর একটা মাত্র প্রধান শিক্ষা আছে। শাস্ত্রের অর্থব্যাখ্যা করবার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় বিষয়টি হোল, আপনার চোখ ও মনকে কেন্দ্রীয় বা মূল সত্যের উপর নজর

দিতে শেখানো, আর কোন বিষয়গুলি অপ্রধান বা কম প্রয়োজনীয় তাও চিন্‌তে শেখানো দরকার।

২৩। উদাহরণ ঃ মথি ১৩ ঃ ৪৭-৫০ পদ। এই দৃষ্টান্তটির মধ্যে প্রধান শিক্ষা বা প্রধান বিষয়টি কি? এর মধ্যে যে অপ্রধান বিষয়-গুলি বা শিক্ষাগুলি আছে, তার থেকে কমপক্ষে দুটি বিষয় উল্লেখ করুন।

বিকিরণ ঃ

বিকিরণে সব কিছুই কোন একটা নির্দিষ্ট জিনিষের দিকে যায় অথবা সেই জিনিষটি থেকে বের হয়ে আসে। একটা গাছের ডাল পালা এবং একটা চাকার স্পোক বা পাতিগুলি (যে গুলি চাকার কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে যায়।) বিকিরণের সুন্দর উদাহরণ। পবিত্র শাস্ত্রে গীত ১১৯ অধ্যায়ে এই পদ্ধতিটি খুব সুন্দরভাবে দেখতে পাওয়া যায়। এই গীতের মোট ১৭৬টি পদকে ২২টি স্তবকে ভাগ করা হয়েছে। এদের সবগুলি একই কেন্দ্র বিন্দু বা মূল প্রসঙ্গ থেকে বের হয়েছে। ঈশ্বরের নিয়ম কানুনই যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বা মহৎ, এটাই হোল এই গীতটির মূল বক্তব্য বিষয়।

২৪। উদাহরণ ঃ যোহন ১৫ ঃ ৫ পদ। এই পদে কিভাবে বিকিরণ পদ্ধতিটির ব্যবহার করা হয়েছে?

২৫। শেষের আটটি রচনা পদ্ধতি আবার দেখে নিন। নীচে ডান পাশে রচনা পদ্ধতিগুলি আছে এবং বা পাশে ঐ পদ্ধতিগুলির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কোনটি কোন পদ্ধতির বর্ণনা, তা দেখান।

...ক) যে উপায়ে কোন কিছু করা হয়।	১। ব্যাখ্যা।
...খ) বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে বলে বা বিশ্লেষণ করে।	২। প্রশ্ন।
	৩। প্রস্তুতি।
...গ) ভুমিকার বা আরম্ভকরার বিষয়।	৪। বিকিরণ।
...ঘ) খবর সংক্ষেপে বলে।	৫। ঐক্য।
...ঙ) জিজ্ঞেস করা।	৬। মাধ্যম।
...চ) বিষয়গুলির মধ্যে মতের মিল।	৭। সারমর্ম।
...ছ) আসল শিক্ষা।	৮। প্রধান বিষয়।
...জ) একটা কেন্দ্র বিন্দু থেকে বের হয়ে আসে অথবা সেই বিন্দুর দিকে যায়।	

এই সাহিত্য পদ্ধতি গুলির বিষয়ে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। আপনি দেখতে পাবেন যে, কোন কোন সময় দুটি পদ্ধতিকে আলাদা ভাবে দেখা কঠিন হয়। যেমন আপনি হয়তো দেখবেন যে, একই প্রশ্ন বার বার জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। তাহলে এখানে প্রশ্ন ও পুনরুক্তি এই দুটি পদ্ধতিকে আলাদা করা যাচ্ছে না। কোন একটা পদ্ধতি অন্যটির চেয়ে স্পষ্ট ভাবে (বা প্রধান হয়ে) দেখা দেবে। বাইবেল পড়বার সময় এই পদ্ধতিগুলির দিকে নজর দিতে শুরু করুন। শেষে বলা দরকার যে রচনার বিশেষ দিকগুলোকে মাঝে মাঝে রচনার মূলনীতি হিসাবে ধরা হয়, আবার কখনও -বা এগুলিকে সাহিত্য পদ্ধতি হিসাবে ধরা হয়। এই পাঠের তুলনা এবং পুনরুক্তির বেলায় আমরা এটা দেখতে পেয়েছি।

পরীক্ষা ঃ

১। নীচের কোন কথাটি সামগ্রিক পদ্ধতিতে অধ্যয়নের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ?

…ক) সমস্ত বিষয়টি একত্রে বা একসংগে দেখা।
…খ) অনুচ্ছেদ ভিত্তিক অধ্যয়ন।
…গ) সুনির্দিষ্টভাব।

২। সামগ্রিক পদ্ধতিতে অধ্যয়নের প্রথম ধাপটি হোল ঃ-

…ক) বইটির কয়েকটি অংশ পড়া
…খ) একটি খসড়া তৈরী করা।
…গ) আগাগোড়া সম্পূর্ণ বইটি পড়া।

৩। দৃষ্টান্ত, পুনরুক্তি (বার বার বলা) এবং সতর্কিকরণ রচনার এই মূল নীতিগুলি থেকে ইংগিত পাওয়া যায় যে বাইবেলের লেখক ঃ-

...ক) অন্য ভাবে বলতে চাচ্ছেন।

...খ) তুলনা করতে যাচ্ছেন।

...গ) গোপন করতে যাচ্ছেন।

...ঘ) কিছু ব্যক্ত করতে বা বোঝাতে চাচ্ছেন।

৪। যে বিষয়গুলির মধ্যে মিল আছে, এমন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনায় কোন সাহিত্য পদ্ধতিটি ব্যবহৃত হয় ?

...ক) কেন্দ্র বিন্দু।

...খ) তুলনা।

...গ) কারণগত দিক।

৫। কোন্ রচনা পদ্ধতিটি ভূমিকার বিষয় নিয়ে কাজ করে ?

...ক) ধারাবাহিকতা

...খ) প্রস্তুতি

...গ) সারমর্ম

৬। "আমিই আংগুর গাছ, আর তোমরা তার ডাল পালা" -এই শাস্ত্র বাক্যে কোন্ সাহিত্য পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে ?

...ক) সমর্থনগত দিক

...খ) প্রশ্ন

...গ) বিকিরণ

৭। ভাব বা চিন্তার গতি যখন সাধারণ থেকে সুনির্দিষ্টতার দিকে, দেহ থেকে তার অংগ প্রত্যংগের দিকে যায়, তখন কোন্ সাহিত্য পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় ?

...ক) সুনির্দিষ্টভাব

...খ) মাধ্যম।

...গ) ঐক্য।

৮। "ধার্মিকেরা দেশের অধিকারী হবে, কিন্তু দুষ্টেরা ধ্বংস হবে"। কোন্ রচনা পদ্ধতি এই রকম অসম বিষয় বর্ণণা করে ?

...ক) প্রধান বিষয়

...খ) দীর্ঘকরণ

...গ) পার্থক্য

৯। সাধু যোহন ছেলেমেয়ে, পিতা, ও যুবক (পর্যায় ক্রমে) লিখেছেন এবং তার পরেই আবার এই পর্যায়ে বলেছেন ; এখানে তিনি কোন্ রচনা পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন ?

...ক) ব্যাখ্যা।

...খ) সাধারণভাব।

...গ) পালাক্রমিক পুনরুক্তি।

...ঘ) চরম পর্যায়।

...ঙ) পুনরুক্তি।

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নাবলীর উত্তর ঃ

১৩। প্রাণ ছাড়া দেহ যেমন মৃত, ঠিক তেমনি কাজ ছাড়া বিশ্বাসও মৃত।

১। ক) সমগ্র-বই পদ্ধতি।
খ) মোটামুটি ধারনা।
ঘ) সমগ্র বিষয়টি একত্রে বা একসংগে দেখা।
ঙ) একত্রে যুক্ত করা।

১৪। তুমি অত্যাচার করেছ, তাই এখন তোমার উপর অত্যাচার আসবে। তুমি পশু মেরেছ, তাই এখন পশুরা তোমাকে অত্যন্ত ভয় দেখাবে।

২। গ) প্রথমে একবারে সবটা বই পড়া, বিশেষ বিশেষ তথ্য বা খবর অনুসন্ধান করা, এবং পাওয়া তথ্যগুলি দিয়ে একটি সারমর্ম প্রস্তুত করা।

১৫। লোকদের উপর অত্যাচার আসবে, তাদের ভয় দেখানো হবে কারণ, তারা মানুষ বধ করেছে ও অত্যাচার করেছে।

৩। আপনি নীচের যে কোন চারটি লিখতে পারেন ঃ

১৬। ক-৩) তুলনা।
খ-৮) পার্থক্য।
গ-১২) পুনরুক্তি।
ঘ-৫) ধারাবাহিকতা।
ঙ-১০) দীর্ঘকরণ।
চ-৭) সমর্থন।
ছ-৬) কারণগত দিক।
জ-১) চরম পর্যায়।
ঝ-১১) মূল বিষয়, বা কেন্দ্র বিন্দু।
ঞ-২) পালাক্রমিক পুনরুক্তি।
ট-৪) সুনির্দিষ্টভাব।
ঠ-৯) সাধারণভাব।

৪। সৈন্যদের সংখ্যা এবং সমুদ্রতীরে বালুকণার সংখ্যার মধ্যে তুলনা করা হয়েছে।

১৭। তার ছেলে ইসহাককে বেদীর উপর উৎসর্গ করবার দ্বারা।

৫। ধার্মিক ও দুষ্ট লোক। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই "কিন্তু" শব্দটি পার্থক্যের ইংগিত করে।

১৮। যীশু তাঁর নিজের গ্রামে বেশী আশ্চর্য কাজ করেন নি, কারণ সেখানকার লোকদের বিশ্বাস ছিলনা।

৬। "এই সকলেতেও তাঁহার ক্রোধ নিবৃত্ত হয় নাই, কিন্তু তাঁহার হস্ত এখনও বিস্তারিত রহিয়াছে।"

১৯। করিন্থীয়।

৭। ১২ ঃ ১৩ পদে ছেলে-মেয়ে, পিতাও যুবক কথাগুলি পর্যায়ক্রমে বলা হয়েছে, এবং ১৪ পদে এগুলির পুনরুক্তি আছে।

২০। অব্রাহামের সময় থেকে ঈশ্বর তাঁর লোকদের জন্য যাকিছু করেছেন, যিহোশূয় তার সারমর্ম বলেছেন।

৮। "বিশ্রাম"-এই মূল প্রসংগটি।

২১। মালাখি ১ ঃ ২, ৬, ৭, ৮, ১৩ পদ।

৯। যোনা সদাপ্রভুর সামনে থেকে পালাবার জন্য উঠলেন (রওনা হলেন); তিনি যাফোতে গেলেন; তিনি তর্শীশগামী একটা জাহাজ পেলেন; তিনি ভাড়া দিয়ে সেই জাহাজে উঠলেন।

২২। মানুষের পাপ ও সেই পাপের শাস্তি।

১০। পদ ১৪ ঃ যীশুর প্রচার কাজের আরম্ভ।

"১৬-২০ ঃ যীশুর শিষ্য গ্রহণ।

"২৬ ঃ যীশুর ক্ষমতা।

"২৮ ঃ যীশুর খ্যাতি।

"৩৮-৩৯ ঃ বিভিন্ন গ্রামে যীশুর প্রচার।

"৪১-৪২ ঃ যীশু রোগ ভাল করেন।

"৪৫ ঃ সব জায়গার লোকেরা যীশুর কাছে আসে (চরম পর্যায়)।

২৩। প্রধান বিষয়ঃ যুগের শেষে নির্দোষ লোকদের থেকে দুষ্টদের আলাদা করা। উপ প্রধান বিষয়ঃ জেলেরা, তাদের জাল, মাছ এবং মাছ রাখবার ঝুড়ি ইত্যাদি। (দৃষ্টান্তর শিক্ষাটি বুঝতে সাহায্য করলেও এগুলি এই দৃষ্টান্তের অত্যাবশ্যকীয় বা প্রধান বিষয় নয়।)

১১। ৫৪ পদ দেখায় যে খোলাখুলিভাবে যিহুদীদের মধ্যে চলাফেরা বন্ধ করে দেওয়ার ফলে যীশুর পরিচর্যা কাজের বিরাট পরিবর্তন হয়েছিল।

২৪। খ্রীষ্ট আংগুর গাছ ও বিশ্বাসীরা ডাল পালা হিসাবে তাঁর সাথে যুক্ত, এইভাবে দেখানোর দ্বারা এখানে বিকিরণ পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়েছে ও বোঝান হয়েছে যে, আত্মিক ফলের জন্য প্রত্যেক বিশ্বাসীকে খ্রীষ্টের সংগে সংযুক্ত থাকতে হবে।

১২। ভিক্ষা দান, প্রার্থনা ও উপবাস, ধর্মকর্মের এই তিনটি বিশেষ কাজ বর্ণণার দ্বারা।

২৫। ক-৬) মাধ্যম।
খ-১) ব্যাখা
গ-৩) প্রস্তুতি।
ঘ-৭) সারমর্ম।
ঙ-২) প্রশ্ন।
চ-৫) ঐক্য।
ছ-৮) প্রধান বিষয়।
জ-৪) বিকিরণ।